JAN. 23 2002

প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্য

ক্যাম্পাসে সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রলীগের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া

স্টাফ রিপোর্টার

প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্য ও শ্লোগান দেয়ার ঘটনায় গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষুব্ধ সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রলীগের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়েছে। এসময় ১ রাউন্ড গুলিবর্ষণ হলে পুলিশ পরিস্থিতি শান্ত করতে টিয়ার সেল রাবার বুলেট ব্যবহার করে। এই ঘটনায় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকনসহ কমপক্ষে ৪ জন আহত হয়। ছাত্রলীগ এই ঘটনার প্রতিবাদে আজ বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আগামীকাল বৃহস্পতিবার দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এদিকে এই ঘটনার জন্য কর্তৃপক্ষ গতকাল নির্ধারিত পরিবেশ পরিষদের বৈঠক স্থগিত করেছে। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গতকাল ক্যাম্পাসে সংঘটিত সহিংস ঘটনার বিষয় তদন্ত করার জন্য প্রো-ভিসি অধ্যাপক ডেডএন তাহমিদা বেগমকে আহবায়ক করে ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করেছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন কোষাধ্যক্ষ,

(২ পৃ: ৭-এর কঃ দ্রঃ)

ক্যাম্পাসে সাধারণ ছাত্রদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষক সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কলা অনুষদের ডীন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর। কমিটিকে আগামী ২ দিনের মধ্যে দোষী ব্যক্তিদের শনাক্ত করে প্রাথমিক রিপোর্ট প্রদান এবং আগামী ৭ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দেয়ার জন্য বলা হয়েছে।

ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, ছাত্রলীগ প্রথম বছরের পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ তুলে মধুর ক্যান্টিন থেকে অশ্লীল ও উস্কানিমূলক শ্লোগান দিতে দিতে দোয়েল চত্বর হয়ে প্রেসক্লাবে যাচ্ছিল। মিছিলটি দোয়েল চত্বরে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। সেখানে ছাত্রলীগ তার সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে পুনরায় ক্যাম্পাসে এসে বাহাদুর বেপারীর সভাপতিত্বে অপরাহ্নে বাংলার পাদদেশে সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তারা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং প্রধানমন্ত্রীর নাম উচ্চারণ করে উস্কানিমূলক বক্তব্য দেয়। ওই সময় পুলিশ সমাবেশকে কর্ডন করে রাখে। এক পর্যায়ে ক্যাম্পাসে উপস্থিত সাধারণ ছাত্ররা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে সমাবেশের ওপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। এসময় অজয় কর খোকনের মাথায় আঘাত লাগে। পরে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা কলাভবনের বিভিন্ন কক্ষে অশ্রয় নেয়। এসময় বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে নোটিশ বোর্ডের গ্লাস ভাঙচুর করে। পরে পুলিশ তাদেরকে কর্ডন করে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় প্রতিবাদে বিকাল ৫টায় ছাত্রলীগ দলীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলন থেকে তারা ছাত্র ধর্মঘট আহবান করে। এসময় বাহাদুর বেপারী, লিয়াকত সিকদার, বলরাম পোদ্দার এবং একেএম আজিম উপস্থিত ছিলেন।